17

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

দু'দিনে আরো ৬ গ্রেফতার

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে পরিণত

রাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ গত দু'দিনে পুলিশ রাজশাহী মহানগরী ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অচলাবস্থার মধ্যে পুলিশ এ পর্যন্ত প্রায় নব্বই জনকে কারাগারে আটক রেখেছে। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলে পরিণত হয়েছে। ক্যাম্পাসে এখন ভীতিকর ও অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছে। মাঝে-মধ্যেই বোমার বিস্ফোরণ ঘটছে। ক্লাস করতে এসে পুলিশী হয়রানির শিকার হচ্ছে ছাত্ররা। গতকাল (মঙ্গলবার) এ অবস্থার

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

রাজশাহী কারাগার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিকার হন এনামুল হক নামের জনৈক ছাত্র। গত সোমবার রাতে শহীদ জিয়া হলের পাশে তিনটি বোমার শব্দ পাওয়া যায়। ফলে ক্যাম্পাসে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ মেহেরচন্ডী এলাকা থেকে সাত্তার এবং খোরশেদ নামে দু'জনকে শিবির কর্মী সন্দেহে গ্রেফতার করে। তাদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে শিবির অভিযোগ করেছে। একই দিনে রাজশাহী বাস টার্মিনাল এলাকা হতে রাত ১১টার দিকে অপর চার জনকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার রাতে পুলিশ মেহেরচন্ডী এলাকার একটি মেসে তল্লাশি চালায়। তবে কাউকে আটক করেনি বা কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য পায়নি। এখানে ছাত্রদের চরম হয়রানি করা হয় বলে ছাত্ররা জানিয়েছে। এদিকে গত ২২ এপ্রিল হতে পুলিশ এ পর্যন্ত দুই শতাধিক শিবির কর্মী ও সাধারণ নিরীহ ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। অনেকে ছাড়া পেলেও এখনো প্রায় নব্বই জন ছাত্র ও মুসল্লী রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে গত ৫ জুন তালাইমারী এলাকায় বাস থেকে নামিয়ে ৩৬ জন শিবির কর্মী, ১৪ জুন নগরীর হেতম খাঁ বড় মসজিদ থেকে, ২৬ জন জামায়াত শিবির ও মুসল্লী, ১১ জুন ৫ জন, ১৬ জুন ৬ জন শিবির কর্মী উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে হলগুলোতে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে দেখা গেছে যে, প্রত্যেক হলে গড়ে ৬০/৬৫ জন করে ছাত্র অবস্থান করছে।